Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ জুন, ২০১৮

৪১ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ১৮ জুন, ২০১৮, সোমবার, ৩ আষাঢ়, ১৪২৫

নাগরিক পরিষেবার উন্নতির দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ১৩ জুন : হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর ডাকে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নগর প্রশাসনিক ভবনে (টি.এ. বিল্ডিং) এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। ইস্পাতনগরীর জল-বিদ্যুৎ-চিকিৎসা-নিকাশি-রাস্তা প্রভৃতি পরিষেবার ক্রমবর্ধমান অবনতির ফলে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য তলানিতে ঠেকেছে। বিশেষ করে জল সরবরাহ ব্যবস্থা সংকটের মুখে। কারণ জল সরবরাহের উৎস দামোদর নদ ও সংশ্লিষ্ট খালের পলি পড়ে জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ড্রেজিং-এর ব্যবস্থা প্রায় নেই। এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিসি-র দায়সারা মনোভাব দুর্গাপুরকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্তৃপক্ষও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। রাজ্য সরকার সব কিছু জেনেও উদাসীন। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ অজানা কারণে মাঝপথে থেমে গেছে। অন্যান্য পরিষেবার আধুনিকীকরণ হচ্ছে না। জমি মাফিয়াদের দাপটে ইস্পাতনগরীর জমি লুঠ হচ্ছে, অবৈধ নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ ক্রমবর্ধমান। তার প্রভাব ইস্পাতনগরীর আইন-শৃঙ্খলার ওপর প্রভাব ফেলছে। স্থায়ী-ঠিকা-সহযোগী সংস্থার শ্রমিক ও অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের জমি-কোয়ার্টার লিজ-লাইসেন্সিং-এর ন্যায়সংগত দাবি সমাধানের বদলে অযথা ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (সি.আই.টি.ইউ)-এর লাগাতার আন্দোলনের ফলে কিছু কাজ হলেও, অধিকাংশ কাজ নিয়ে কর্তৃপক্ষের

—এরপর চারের পাতায়

সিপিআই(এম)-এর পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হল। বর্ধমানের পার্কাস রোডে সিপিআই(এম) জেলাদপ্তর শাহেদুল্লাহ-বিজয় ভবনে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সভা থেকে দুজন আমন্ত্রিত সদস্য সহ ১৩ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। এদিন জেলা কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, অঞ্জু কর, আভাস রায়চৌধুরী।

এদিন জেলা কমিটির সভা শেষে সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক এখবর জানিয়ে বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলার নতুন জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। নবগঠিত জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, সুকান্ত কোঙার, উদয় সরকার, গণেশ চৌধুরি, তাপস চ্যাটার্জী, সাধনা মল্লিক, সমর ঘোষ, সৈয়দ হোসেন, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, সুদীপ্ত বাগচী। শেষের ৩জন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে নতুন এসেছেন। আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে থাকছেন শেষের ২জন।

পশ্চিম বর্ধমানেও গঠিত হল সিপিআই(এম)-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৪ জুন : সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হল। সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সভা থেকে ১৩ জনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। জেলা কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক সূর্য মিশ্র এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য দীপক দাশগুপ্ত ও আভাস রায়চৌধুরী।

সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী এই খবর জানিয়ে বলেন, নবগঠিত জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী, বংশগোপাল চৌধুরী, বিবেক চৌধুরী, বীরেশ মণ্ডল, পার্থ মুখার্জী, প্রবীর মণ্ডল, অলক ভট্টাচার্য, জাহানারা খান, মনোজ দাস এবং জি কে শ্রীবাস্তব। শেষের ২ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকছেন বলে জানিয়েছেন গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। এছাড়া তিনি জানান, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে আরও ৩ জনকে পরে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কালনায় যুব ও মহিলাদের অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে এবং স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে আজ কালনা শহরে অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কালনা শহর কমিটির উদ্যোগে এই অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন— অরুণাভ চক্রবর্তী, অরূপ দাস, সুশান্ত মুখার্জী, জনা পাল, মনিপ্রভা ভাদুড়ী প্রমুখ। পূর্ণ সিনেমা হলের সামনে অনুষ্ঠিত এই অবস্থান বিক্ষোভের সভা পরিচালনা করেন খুকু আইচ। বক্তারা বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্র দুই সরকারই যা ঘোষণা করে, করে তার উল্টো। কেন্দ্র

—এরপর চারের পাতায়

ছত্তিশগড় থেকে বাড়ি ফিরল নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বিজয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : এরাজ্য থেকে চার মাস আগে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বিজয় কর্মকার শেষ পর্যন্ত দুই মামা ও দাদার হাত ধরে ছত্তিশগড় থেকে বাড়ি ফিরছে। ইতিমধ্যেই তারা ট্রেনে রওনা হয়ে গেছে। বর্ধমানের সন্নিকট তালিতের পাশে আলমপুরে কিশোর বিজয় কর্মকারের বাড়ি। বাবার নাম অনিল কর্মকার। মাস চারে আগে হঠাৎ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। দেশে দেশে ঘুরে ভিখারির বেশে চার মাস কাটার পর পৌঁছে যায় ছত্তিশগড়ের রায়গড় জেলার কারনানে। দিন তিনেক আগে সে নজরে পড়ে এ রাজ্য থেকে কাজে যাওয়া বাঙালি যুবকদের। বিজয়ের বাড়ির সাথে যোগাযোগের জন্য নানা দিক থেকে চেষ্টা শুরু হয়। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াকেও কাজে লাগানো হয়। সেই সহৃদয় যুবকদের চেষ্টা শেষ পর্যন্ত সফল হয়। বিজয়ের বাড়ি থেকে ফোন করা হয় তাদের। তারপরেই বিজয়ের দুই মামা সুদীপ কর্মকার ও রাজু কর্মকার এবং দাদা নেপাল কর্মকার ছত্তিশগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। কারনানের সেই বাঙালি যুবকরা বিজয়কে তার নিকট-আত্মীয়দের হাতে তুলে দেন। ওই বাঙালি যুবকরা বিজয়কে তিন চার দিন আপনজনের মতো স্থান দিয়েছিলেন। বিজয়ের নিকট আত্মীয়রা সেখানে পৌঁছে গেলে আতিথেয়তার কোনো ঘাটতি রাখেননি ওই যুবকরা। এমনকি বিজয়কে ভিখারি পোশাক ত্যাগ করিয়ে নতুন জামা কাপড়ও পরানোর ব্যবস্থা করেন। সেই সহৃদয় যুবকদের অন্যতম হল রাহুল, বন্টু, অমিত প্রমুখরা। রাহুল সেখের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার হাতিপোঁতা গ্রামে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস দেবদাস-এর স্মৃতি বিজড়িত সেই হাতিপোঁতা গ্রাম। যা এখনো বাঙালি সমাজের হৃদয়ে জ্বলজ্বল করছে।

খেতমজুরের ছেলে সুজয় উচ্চমাধ্যমিকে ৪২৯ পেয়ে ভূগোল নিয়ে পড়তে চায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ জুন : দিন মজুর ঘরের ছেলে সুজয় উচ্চ মাধ্যমিকে পেয়েছে ৪২৯। ভূগোল নিয়ে সে পড়তে চায়, তার ইচ্ছা শিক্ষক হওয়া। বাবা-মা লেখাপড়া জানেন না। পূর্বস্থলী ২নং ব্লকের মাজিদা গণ বিদ্যাভবন থেকে এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে সুজয় পাল পেয়েছে ৪২৯ নম্বর। বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রাপ্ত নম্বর বাংলায় ৮৬, ইংরাজিতে ৬৮, ভূগোলে ৯২, দর্শন শাস্ত্রে ৯৬, সংস্কৃতে ৮৭। ২০১৬ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও সে ভালো ফল করেছিল। শুরু থেকে চরম দারিদ্রতার মধ্য দিয়ে পড়াশোনা করেছে সুজয়। বাবা কৃষ্ণপদ পাল বলেন, ছেলে ভালো ফল করায় খুশি হয়েছি। দিন মজুর আমি সামান্য আয় কিভাবে পড়াশোনা চালাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। তিনি আরও বলেন, মাজিদা পঞ্চায়েতে তামাঘাটা গ্রামে তাদের পাকা বাড়ি, জমি ছিল সবই গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেছে। এখন নদী থেকে কিছু দূরে মুটি বাঁশের ছেঁচা বেড়া ঘর। উপরে টিনের চাল দিয়ে কোনো রকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে রয়েছি। ভাঙনে বাড়ি ভেঙেছে, সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাইনি, পঞ্চায়েত কোনো সাহায্য করেনি। সুজয়ের মা যোগমায়া পাল তাঁতের গামছা, লুঙ্গি কেনাবেচা ব্যবসা করেন। সুজয়কে বাড়িতে ছোটো

—এরপর চারের পাতায়

মানিখাঁরে অতিথিরা : বর্ষার আগমনী বার্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ জুন : কোনো আবহবিদ বা হাওয়া দপ্তরের দিকে নয়, বর্ষার জন্য গ্রামবাসীরা তাকিয়ে থাকেন তাদের অতিথিদের আগমনের দিকে। অতিথিরা গ্রামে আসতে শুরু করলেই তারা বুঝে যান যে বর্ষা দোরগোড়ায় এসে গেছে। এবার আমন চাষ শুরু করতে হবে। এরকম ঘটনা ঘটে আসছে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কালনা-১ নং ব্লকের কাঁকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মানিখাঁর গ্রামে। এই গ্রামের অতিথিরা হল ঝাঁক ঝাঁক পরিযায়ী পাখি। এরা প্রতি বছর বর্ষার সাথে মানিখাঁর গ্রামে আসে। গ্রামের ভিতর বিভিন্ন গাছ-পালায় বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে,

বাচ্চা ফোটায়। আশপাশের জলাশয়ে চরে বেড়ায়। মাছ, গুগলি-শামুক এনে বাচ্চাদের খাইয়ে বড় করে তোলে। বর্ষা শেষে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। বর্ষার আগমনী বার্তা দেয় বলেই এরা কৃষক-বন্ধু। ফলে এই পরিযায়ী পাখিরা মানিখাঁর গ্রামের অতিথি। এই শামুকখোল জাতীয় পাখির মাংস অতি সুস্বাদু। তাই চোরা শিকারিদের উৎপাতও খুব বেশি। চোরা শিকারিদের হাত থেকে বাঁচাতে গ্রামবাসীরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তারা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেউ পাখি মারলে এক হাজার টাকা জরিমানা। পরিযায়ী অতিথিদের এই সুরক্ষা দেওয়ার জন্য পরিযায়ীরা মানিখাঁর গ্রামে বারবার আসে। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইতিমধ্যেই অতিথিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে গেছে। এই গ্রামের যুবক তথা প্রাথমিক শিক্ষক টিঙ্কু মুর্মু জানান, এবার অতিথিদের সংখ্যা গত বছরের থেকে অনেক বেশি। তাই এদের সুরক্ষায় গ্রামবাসীদের পাশাপাশি সরকারেরও এগিয়ে আসা জরুরি। কিন্তু সে উদ্যোগ এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। অথচ এই গ্রামে এসে পাখিদের দেখে গেছেন মন্ত্রী-আমলা থেকে বন দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকরা। কিন্তু মুখে অনেক কথা ঘোষণা করা হলেও সরকার এখনও পর্যন্ত কিছুই করেনি।

নতুন চিঠি

১৮ জুন, ২০১৮

একমাত্র আশার আলো

এবার আপ-এর আন্দোলনে শামিল হল সিপিআই(এম)। দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির নেতৃত্বে কর্মী সমর্থকেরা দলে দলে যোগ দিলেন আপ-এর ডাকা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন চলো অভিযানে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মদতে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে সে কথাও এদিন প্রতিবাদ সভায় বলেছেন ইয়েচুরি। একনাগাড়ে প্রায় চার মাস দিল্লির রাজ্য সরকারে কর্মরত আই.এ.এস আধিকারিকেরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাভাবিক কারণেই সরকার পরিচালনার দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হয়েছে। শুধু এখানেই শেষ নয়—আধিকারিকদের কর্মবিরতিতে সরাসরি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল অনিল বাইজল। বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দুবার চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু কোনও কাজের কাজ হয়নি। এরই প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। প্রতিবাদ সভায় সঠিকভাবেই সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, সংবিধানে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং মৌলিক নীতিগুলি লঙ্ঘন করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজ্য সরকারগুলিকে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত হিসাবে রাজ্যপাল এবং উপ-রাজ্যপালের দপ্তরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। দিল্লি এবং পদুচেরির সরকারের স্থিতিশীলতা এভাবেই নষ্ট করার উদ্যোগ চলছে। কর্ণাটকে সেই চেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে জনগণ। উল্লেখযোগ্য যে এদিন চার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করে অবিলম্বে 'এই সংকট' মেটানোর দাবি জানান।

আরো উল্লেখ্য যে সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবাদিক সম্পাদক শুজাত বুখারির ভয়াবহ মৃত্যুর আগে তাঁর সংবাদ মাধ্যমে তিনি সুস্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন "আমরা কাশ্মীরে গর্বের সঙ্গে সাংবাদিকতার কাজ করি। যা ঘটছে তাই লিখব।" স্বর্গীয় এই উপত্যকায় স্বাধীন সাংবাদিকতা যে কতখানি বিপজ্জনক তা শুজাত বুখারি স্পষ্ট জানতেন। তাঁর সেই দায়বদ্ধতার গুরুত্ব ঠিক কতটা, তা তাঁকে প্রাণের বিনিময়ে প্রমাণ করে দিয়ে যেতে হল। এই হত্যাকাণ্ড কাদের কীর্তি—সেই প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকাও সামনে এসেছে। এতসব ঘটনার পরও প্রধানমন্ত্রী আশ্চর্যরকম ভাবে নীরব। নিরপেক্ষ সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারকে যদিও শুজাত বুখারির নিধন প্রক্রিয়া ব্যাহত করতে পারবে না। তাঁর সহকর্মীদের সাহসী প্রতিক্রিয়া ও নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনা চালাবার প্রত্যয়, জনাদেশ ক্রয় করার এই তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে গভীর অন্ধকারে একমাত্র উষার আলো।

চাঁচাই পাল্লারোড স্টেশনে রেল লাইন থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি ১২ জুন : হাওড়া বর্ধমান আপ কর্ড চাঁচাই, পাল্লারোডের মাঝামাঝে লাল পুল ৭৫/২৩ নং পোস্টের কাছে রেল লাইনের মাঝখানে দুটি যুবক-যুবতীর ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করল জি.আর.পি পুলিশ। রেল লাইনের পাশে একটি গাছের কাছে দুটি সাইকেল পাওয়া যায়। একটি লেডিস, অপরটি জেন্টস। রেল খুঁটির কাছে আর একটি স্কুল ব্যাগও পাওয়া যায়। রেল পুলিশ ওই স্কুল ব্যাগ তল্লাশি করে জানায়, মেয়েটি রসুলপুর বৈদ্যডাঙা গার্লস হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। কিছুক্ষণ পর এলাকার মানুষের কাছ থেকে জানা যায়, ছেলেটি রসুলপুর বয়েজ স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। ছাত্রীর বাড়ি মহেশডাঙ্গা ক্যাম্প, নাম জোনা সাঁতরা। ছাত্রের বাড়ি রসুলপুর, নাম অর্ঘ মণ্ডল। প্রাথমিক অনুমান আত্মহত্যা। ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ১০টা নাগাদ। দুই এলাকাতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রত্যক্ষদর্শী সেখ ইয়াজউদ্দিন ও বিশ্বনাথ শিকদার জানান, শুনলাম রেল লাইনে কাটা পড়েছে দেখতে এলাম। দেখে তো মনে হচ্ছে দুজনায় ছাত্র-ছাত্রী রেলে নিজেরাই মাথা দিয়েছে। দেখছি দুটি সাইকেল ও একটি স্কুল ব্যাগ পড়ে আছে। দেহ দুটি ময়না তদন্তের জন্য এবং সাইকেল দুটি ও স্কুল ব্যাগটি রেল পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ২০১৪ সালে ফিফার বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় কবে শুরু হয়েছিল? কতগুলি দল অংশ নেয়?
২. ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল কোথায় কবে শুরু হল? কোন কোন দল প্রথম খেলে?
৩. কবে লর্ড ক্লাইভ নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যাত্রা করেন? কত জন সৈন্য এবং কটি কামান ছিল?
৪. বিপ্লবী উধম সিংকে কবে ফাঁসি দেওয়া হয়? কেন ফাঁসি হয়েছিল?
৫. বিশ্বে প্রথম রোবট পরিচালিত হোটেল কোথায় কবে চালু হয়? হোটেলের নাম কী?
৬. বিশ্ব রক্তদাতা দিবস কবে পালিত হয়? কার জন্মদিন স্মরণে দিবসটি পালিত হয়? কবে জন্ম? তিনি কী আবিষ্কার করেন?
৭. নেপচুন গ্রহ কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম হয়েছিল?
৮. মাদ্রাজ রাজ্যের নাম তামিলনাড়ু কবে রাখা হয়?
৯. রাশিয়ায় লেনিনগ্রাদের নাম বদল করে কবে সেন্ট পিটার্সবার্গ রাখা হয়?
১০. পোলিও মাইলাইটিস রোগের কারণ কে আবিষ্কার করেন? তাঁর জন্ম কবে? তিনি কোন সালে চিকিৎসায় নোবেল পান?
১১. সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা তাঁতিয়া টোপি কবে পরাজিত হন? তাঁর কবে ফাঁসি হয়েছিল?
১২. দার্শনিক কার্ল মার্কস কবে জেনির সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা : ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি—একটি পর্যালোচনা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

'প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা' (পি এম জে ডি ওয়াই) শুরু হয়েছে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আর এস এস) নেতৃত্বে দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির মোদি-সরকার তক্তে আসীন হওয়ার পর থেকেই বলা যায়। এটি মোদি সরকারের ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি পর্যালোচনা করতে গেলে এর পরিপ্রেক্ষিতটাও পর্যালোচনার মধ্যে আনা প্রয়োজন। অল্প পরিসরে বিশাল সামিয়ানা টাঙাতে গেলে সামিয়ানাকেই ছোট করতে হয়—তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

১৯৯১ সালে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এবং তাঁর অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-এর হাত ধরেই ওয়াশিংটন কনসেনসাস থেকে জন্ম নিয়েই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্য থেকেই উদারিকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ ও বিশ্বায়ন অর্থাৎ নয়া অর্থনীতির আমদানি হল ভারতে। ওয়াশিংটন কনসেনসাস (১৯৮৯ সালে ওয়াশিংটন অর্থনীতিবিদ জন উইলিয়ামসনের সুপারিশ) অনুসারে যে ব্যাপক উন্নয়ন দেশগুলিতে ঘটবে, তার ফলে উপর থেকে চুইয়ে পড়া (Trickle down) উন্নয়নে নীচের তলার মানুষের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। রাশিয়া, এশিয়া, আফ্রিকান সংকটের পর ১৯০৭ সালে আমেরিকান সংকটের হাত ধরে বিশ্ব-মহামন্দার প্রভাব পড়ে সারা বিশ্বে। ভারতীয় অর্থনীতির উপরও ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পুঁজির দ্রুত কেন্দ্রীভবনের সঙ্গে দারিদ্র্যের দ্রুত কেন্দ্রীভবন হাত ধরাধরি করে চলে। জনগণের অবস্থা সঙ্গীন হয়। তখনই সরকারের টনক নড়ে। অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি (Financial inclusion) এবং সার্বিক উন্নয়ন (Inclusive growth)-এর প্রশ্নটি সামনে আসে। অর্থাৎ যারা তখনও উন্নয়ন আঙিনায় প্রবেশাধিকার পায়নি (excluded), তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল করা। এ নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাস্তায় নামে। ড. রঙ্গরাজন কমিটি (২০০৮ আর.বি.আই, পৃ. ৩৫)-এর রিপোর্টে স্থিরীকৃত সংজ্ঞাটি ছিল "অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বলতে বোঝায় একটি প্রক্রিয়া, যা সংবেদনশীল (ভালনারেবল) গোষ্ঠী, যেমন দুর্বলতর শ্রেণি, কম আয়যুক্ত গোষ্ঠীদের নিকট সহনীয় খরচে অর্থনৈতিক সেবাগুলি এবং সময়মতো ও প্রয়োজনমতো ক্রেডিট সরকার সুনিশ্চিত করে।" এর আগেই শূন্য (No frills) এ্যাকাউন্ট ঘোষণা আরম্ভ হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে (খুব সামান্য হলেও) ঋণদান শুরু হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিমাও যুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্বরোজগার যোজনা, জনশ্রী বিমা, জীবনমধুর ক্ষুদ্রবিমা প্রভৃতি যুক্ত হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসেবে এই প্রবন্ধকারও এই যোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে আর্থিক কোনো প্রকল্প হিসেবে এগুলি কাজ করছিল না। তবে একথা বলা যায় যে ২০১০ সাল থেকে 'Basic Savings Bank Deposit Account (BABDA)-কে PMJDY-এর পূর্বসূরি বলা যায়। তবে তখন এখনকার মতো ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচারসর্বস্ব প্রকল্প ছিল না—নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকল্পগুলি রূপায়ণের প্রচেষ্টা ছিল।

বর্তমান মোদি সরকারের 'জন-ধন-যোজনা'-র লক্ষ্য ছিল। 'সার্বিক অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি' (Universal Financial Inclusion)। BSBDA-তে অনেকগুলি উপাদান—সঞ্চয়, ক্রেডিট, বিমা, Money Transfer প্রভৃতি ছিল। এর সঙ্গে আধার কার্ড, মোবাইল, খাদ্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য সিধা সুবিধা-প্রদান-এর উদ্দেশ্যে নগদ প্রদান প্রভৃতি যুক্ত হল—একটি সার্বিক-প্রকল্পের (Comprehensive project) রূপ পেল।

বিভিন্ন গবেষকদের PMJDY নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতে লাগল। গবেষণাপত্র ও পুস্তকগুলি থেকে এটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল যে PMJDY নতুন কোনো আবিষ্কার নয়—পুরানো উপাদানগুলির সঙ্গে নতুন উপাদান যুক্ত করে নয়া আবিষ্কারের তকমা দিয়ে ঢাক-ঢোল পেটানো। এই সম্পর্কিত এখনও পর্যন্ত যে গবেষণা-পত্র ও পুস্তকগুলি আমাদের হাতে এসেছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে—

১) অ্যাকাউন্টের সংখ্যা অনেক বেশি। বিশ্বব্যাঙ্ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি তথ্য থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে ২০১১ সালে ৩৫ শতাংশ থেকে ২০১৫ সালে ৫৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে (১৫ বৎসরের উপর) বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমান তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে এই বৃদ্ধির হার ৬২ শতাংশ। কিন্তু ভারতীয় ক্ষেত্রে এই অ্যাকাউন্টগুলির মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ সচল। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেব অনুসারে ২০১৪ সালের পর খোলা অ্যাকাউন্টগুলি সবই PMJDY, যার ৫০ শতাংশই ১৯১৭ সালের সব BSBDA অ্যাকাউন্টস। বস্তুতপক্ষে রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে নতুন PMJDY অ্যাকাউন্টগুলি সব ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্ট, অর্থাৎ যাদের ব্যাঙ্কের খাতায় অ্যাকাউন্টগুলি আছে তারাই খুলেছে। ডুপ্লিকেট অ্যাকাউন্টগুলির অংশ এক বছরে দ্বিগুণ হয়েছে—১৪ শতাংশ থেকে ৩৩ শতাংশ (শর্মা ২০১৬)। এর কারণ হচ্ছে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার অত্যধিক সরকারি চাপ। এমনকি কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে দশ টাকা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে আর কোনো শূন্য ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট না থাকে (যাদব এবং মজুমদার ২০১৬)। অর্থমন্ত্রকে আর.টি.আই আইনে পাওয়া যাচ্ছে যে ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮-তে ৫.১৮ কোটি অ্যাকাউন্টগুলি শূন্য ব্যালেন্স অর্থাৎ পি.এম.জে.ডি.ওয়াই-এর ১৭ শতাংশ। অ্যাকাউন্টগুলি শূন্য ব্যালেন্স। ২০১৭ ডিসেম্বরে অচল (inoperative) অ্যাকাউন্টগুলি হচ্ছে সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলির ১/৫ অংশ। উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকেই পি.এম.জে.ডি.ওয়াই অ্যাকাউন্টগুলির অসাফল্য ধরা পড়ে।

২) অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি মানেই শুধুমাত্র শূন্য-ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টগুলি খোলা নয়, এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট। যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যাচ্ছে, পি.এম.জে.ডি.ওয়াই শুরু হওয়ার পর ঋণ-আমানত অনুপাত বাড়েনি বললেই চলে এবং ক্ষুদ্র-ঋণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। খুব সামান্য আমানতকারীই ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পেয়েছে—তথ্য সেই কথাই বলে।

৩) গ্রামীণ এলাকায় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কম থাকার সমস্যা রয়েই গেল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে গ্রামীণ ও অর্ধশহুরে এলাকাগুলির মধ্যে একটি বড় অংশ এখনও ব্যাঙ্কহীন।

৪) ইলেকট্রনিক্স (ই-অ্যাকাউন্ট), মোবাইল ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি নিয়ে প্রতিদিন যে ঢক্কা-নিনাদ চলছে, তা প্রায় অন্তঃসারশূন্যই বলা যায়। ২০১৭-এর এফ.আই.আই রিপোর্ট অনুসারে মাত্র ৩০ শতাংশ অ্যাকাউন্টস ই-ব্যাঙ্কিং হয়েছে বলা যেতে পারে এবং ১ শতাংশেরও কম মোবাইল ব্যাঙ্কিং হয়েছে। এর মধ্যে আধার কার্ডের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে বিষয়টিকে আরও জটিল করে তোলা হয়েছে। বরং অনেক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে এই আধার-অন্তর্ভুক্তি মানুষকে আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করছে—তারা 'excluded' হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত একথা বলা যায় যে পি.এম.জে.ডি.ওয়াই ৭০,০০০ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করলেও ১ লক্ষ ২৫ হাজার ব্যাঙ্ক-মিত্র নিয়োগ করেও গরিব মানুষের ঋণ পাওয়ার সমস্যা (access to credit) যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। একথা বলা যাবে না যে 'প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা' অন্তত মহাজনি শোষণ-অত্যাচারের হাত থেকে গরিব-গুর্বোদের বাঁচানোর ভরসা যোগাতে পেরেছে।

সূত্র : ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, মার্চ ৩১, ২০১৮, পৃ. ১৭১

থ্যালাসেমিয়া চিহ্নিতকরণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুলাই : থ্যালাসেমিয়া-মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি থ্যালাসেমিয়া চিহ্নিতকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। একচাক সিদ্ধেশ্বরী ক্লাব নামের একটি সংস্থা এদিন ১২০ জন ছাত্রের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে জিন টেস্ট করানোর জন্য। এই টেস্ট করলে ধরা পড়বে সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা। যদি কেউ বাহক হয়, তাহলেও সে সুস্থ মানুষ। তবে ছেলে ও মেয়ে দুজনেই যদি থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয়, তাহলে তারা যেন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। দুজনের একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক হলে

তাদের থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত সন্তান হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

দেশ ও সমাজ

‘ভাবছি—বিপ্লবের মৃত্যু নেই’

চন্দন সোম

এই গ্রহের এক অনন্য বিপ্লবী আর্নেস্তো চে গুয়েভারা। ১৯৬৮-র ৮ অক্টোবর, বলিভিয়ার কুয়েব্রাদা-দেল-ইউরো গিরিখাত। বিপ্লবী গেরিলা বাহিনীর উপর শত্রুর মুহুর্মুহু গুলি বৃষ্টি। বুলেটের আঘাতে বিপর্যস্ত বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী। চে গুয়েভারা বন্দি। বন্দি হিগুয়েরাসের জঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট স্কুলে। পরের দিন ৯ অক্টোবর, মার্কিন সি.আই.এ এজেন্ট—এদুয়ার্দো গঞ্জালেজ জেরা করছিলেন ‘চে’কে। উত্তর কিছু পাননি—না পাবারই কথা। গঞ্জালেজ যখন বলছিলেন—এখন কী ভাবছেন? জীবন আর মৃত্যুর মাঝে এক সুতোর ব্যবধানে দৃপ্তকণ্ঠে চে উত্তর দিয়েছিলেন—‘ভাবছি বিপ্লবের মৃত্যু নেই’।

এই বিপ্লবের ভাবনা দাগ কেটেছিল, যখন তিনি ডাক্তারি পাশ করে শল্যচিকিৎসক এবং ত্বক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হয়ে ফিরলেন, ১৯৫৩ সালে। লাতিন আমেরিকার পথে প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে চে দেখেছেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা। নিজের মনে বারে বারে ভেবেছেন ‘কীভাবে মানুষের এই দুঃখ দুর্দশার অবসান ঘটানো যায়? মানুষের মুক্তির পথই বা কী? আসলে স্বপ্ন তো ছিল গবেষক হওয়া। তিনি নিজের মনে মনে ভেবেছেন—“কোনো কিছু আবিষ্কার করা—একটা আবিষ্কার তো আর পাল্টাতে পারে না মানুষের জীবন?” এই ভাবনাই চে-কে নিয়োজিত করেছিল—বিপ্লবী চে-তে। সমাজ পরিবর্তনের কাণ্ডারীতে।

চে গুয়েভারার জন্ম ১৯২৮ সালের ১৪ জুন, আর্জেন্তিনার রোজারিও শহরের গুয়েভারা পরিবারে। ডাক নাম তেতো। বাবা এর্নেস্তো লিন্চ, মা সিলিয়া দ্য লা সের্না। রোজারিও থেকে আর্জেন্তিনার রাজধানী ‘বুয়েনস এয়ারস’ চলে এসেছিল গুয়েভারা পরিবার। ১৯৪৬-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত চে বুয়েনস এয়ারস-এর ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এরই মাঝে ১৯৫১-৫২ সালে তার বন্ধু আলবার্তো গ্রানাদোসের সাথে চিলি, পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা ভ্রমণ করে আর্জেন্তিনা ফেরেন। ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে চিকিৎসক হিসাবে কাজ করার সার্টিফিকেট পান। ১৯৫৩-১৯৫৪ সাল অবার বেরিয়ে পড়েন দ্বিতীয়বারের জন্য লাতিন আমেরিকা ভ্রমণে। বলিভিয়া থেকে শুরু করে পেরু, ইকুয়েদর, কলম্বিয়া, পানামা, কোস্টারিকা ও সালভাদোর, গুয়াতেমালা এবং মেক্সিকো। এই গুয়াতেমালায় ‘আরবেন্জ সরকার’কে রক্ষা করার সংগ্রামে অংশ নেন—ব্যর্থ হন বিপ্লবীরা। সেখানে পরিচয় হয় গুয়াতেমালার বিপ্লবী, পেরু থেকে আসা হিলদা গাদিয়ার সঙ্গে। ইতিপূর্বে কোস্টারিকায় থাকার সময় চে’র সাথে পরিচয় ঘটে কয়েকজন কিউবান বিপ্লবীর। তাদের কাছে চে শুনেছিলেন—ফিদেল কাস্ত্রো নামে

এক তরুণ বিপ্লবীর নেতৃত্বে কিউবার বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা। চে’র সাথে ফিদেলের পরিচয় ঘটে ১৯৫৫ সালে। চে আর ফিদেল আলোচনা করেছেন রাত্রি জেগে, কীভাবে কিউবাকে মুক্ত করা যায়। কিউবার জনগণের মুক্তিতে ফিদেলের অদম্য আত্মবিশ্বাস আলোড়িত করেছিল চে-কে।

“তুমি বলেছিলে সূর্য্য উঠবে—
চলো
এই মানচিত্রের অচিহ্নিত পথ ধরে
তোমার প্রিয় সবুজ কুমীরটাকে
মুক্ত করতে যাই...”

আমেরিকা থেকে ৯০ মাইল দূরে কর্কটক্রান্তি রেখা ঘেষা ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্যে, ষোলশো দ্বীপের সমষ্টি, ৪৪২১৮ বর্গমাইল, আকাশ থেকে দেখলে সমুদ্রের মাঝে ভেসে থাকা কুমিরের মতো দেশ—যাকে মুক্ত করতে শুরু হলো অভিযানের প্রস্তুতি। কর্ণেল আলবার্তো বেয়োর কাছ থেকে বিপ্লবীরা শিখলো গেরিলা যুদ্ধ। গোপনেই প্রস্তুতি চলছিল তুঙ্গে, কিন্তু ফিদেলের বাহিনীতে বিশ্বাসঘাতক ভেনেরিওর প্রচেষ্টায় ফিদেল গ্রেপ্তার হলেন। ধরা পড়লেন চে। ১ মাস পর ফিদেল ও ৫৭ দিন পর চে ছাড়া পেলেন। আবার যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। ১২০০০ ডলারের মূল্যে কেনা হল ‘গ্রোনামা’। তারপর ২৫ নভেম্বর ১৯৫৬ রাত্রি ২টোর সময় ৮২ জন বিপ্লবী নিয়ে মেক্সিকো উপসাগরের ছোট্ট বন্দর ‘তাক্সপান’ থেকে রওনা দিল গ্রানামা কিউবার উদ্দেশ্যে। ঝড়-তুফান—নানান বিপর্যয়কে সামলে ২ ডিসেম্বর ১৯৫৬ গ্রানামা পৌঁছাল কিউবায়। বতিস্তা সরকার জানতে পেরে চরম আঘাত হানল বিপ্লবীদের উপর। বন্যার মতো আগুন ঝরছে মেসিনগান থেকে, মাথার উপর শত্রুর উড়োজাহাজ—উপর থেকে আক্রমণ। ৮২ জনের মধ্যে অর্ধেক বিপ্লবী প্রাণ হারালেন। ২০ জন বন্দি হলেন। চে-ফিদেল ছন্নছাড়া। ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬ সিয়েরা মায়েস্ত্রার পাহাড়ের নীচে কয়েকজন বিপ্লবী সহ সাক্ষাৎ ঘটল চে আর ফিদেলের।

“আমরা পরাজিত হয়েছি ঠিক, কিন্তু শেষ হয়ে যাইনি। এ লড়াই চলবে। শেষ পর্যন্ত এ লড়াইয়ে আমরা জিতব”—বিপর্যয়, রক্ত-মৃত্যুর পর এই অমোঘ বাণী শোনালেন ফিদেল চে-কে। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তাঁরা জিতলেন। সিয়েরা মায়েস্ত্রা পাহাড়—গভীর জঙ্গল হয়ে উঠল বিপ্লবীদের আস্তানা। ১৯৫৭-র ২২ জানুয়ারি সরকারি সৈন্যবাহিনীর উপর প্রথম প্রত্যাঘাত। বিপ্লবীরা সমর্থন পেলেন কিউবার জনগণের। ১৯৫৮-র ৩০ আগস্ট সিয়েরা মায়েস্ত্রা থেকে যাত্রা শুরু—‘লাসভেগাস’। ১৯৫৯-এর ১ জানুয়ারি লাসভেগাসের রাজধানী সান্তাক্লারা দখল। ২ জানুয়ারি চে পা রাখলেন হাভানায়। আক্রমণ হল বিখ্যাত ‘লা-কাবানা’ দুর্গ। অত্যাচারী বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালালেন। মুক্ত হল কিউবা। ৯ ফেব্রুয়ারি কিউবার নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন চে। হলেন বিপ্লব-পরবর্তী কিউবার শিল্পমন্ত্রী। ‘ইউনাইটেড পার্টি অফ দ্য কিউবান সোস্যালিস্ট রেভিলিউশন’-র কেন্দ্রীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও পলিটব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হলেন। কিউবার প্রতিনিধি হিসবে ১৯৬৪ সালে যোগ দিলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মেলনে। একটার পর একটা দেশে সরকারিভাবে সফর করলেন। ১৫ মার্চ ১৯৬৫ বিভিন্ন দেশ ঘুরে রিপোর্ট জমা দিলেন শিল্পমন্ত্রকের দপ্তরে। তারপর চে আর প্রকাশ্যে আসেননি।

“গোটা লাতিন আমেরিকা আমার স্বদেশ, সারা দুনিয়া আমার জন্মভূমি—মুক্ত কিউবা। এখন সে নিজের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।” আসলে এখানেই চে অনন্য। আবার একটা নতুন মুক্তির লড়াই-এর প্রস্তুতি তখন চলছে চে’র মনে। অন্য কোনো দেশের মানুষের মুক্তি। ১৯৬৫ সালে ১ এপ্রিল তিনটি চিঠি লিখলেন চে। বিদায়ের চিঠি। একটি তাঁর মা-বাবাকে, একটি সন্তানদের উদ্দেশ্যে, আর একটি বন্ধু ফিদেলকে। তারপর ১৯৬৫ সালেই কঙ্গো চলে যান গোপনে কিউবান বিপ্লবীদের একটি বাহিনী নিয়ে, সেখানে ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৬৬-র ৭ নভেম্বর পা রাখেন বলিভিয়ার নিয়ানুকাহুয়াসু গেরিলা ঘাঁটিতে। ৭ নভেম্বর ১৯৬৬ থেকে ৭ অক্টোবর ১৯৬৭ সেই ১১ মাসের যুদ্ধ। আর প্রতিদিনের ঘটনার ডায়েরি। ৮ অক্টোবর কুয়েব্রাদা-দেল-ইউরো-র সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। নিরস্ত্র অবস্থায় বন্দি চে। ৯ অক্টোবর হিগুয়েরাসের স্কুলবাড়িতে ‘মারিও তেরান’ সামনে থেকে গুলি করলেন চে গুয়েভারাকে। বলিভিয়ার মাটি লাল হল চে’র রক্তে। শহিদ হলেন চে।

আজ গোটা লাতিন আমেরিকা জুড়ে বামপন্থীদের সরকার চলছে। কোথাও বা বাম মধ্যপন্থীদের। পথ দেখাচ্ছে কিউবা। আমেরিকানদের ‘ব্যানানা রিপাবলিক’ আজ গোটা পৃথিবীকে বিকল্পের সন্ধান দিচ্ছে। হাজার চক্রান্ত করে বিপ্লবকে শেষ করা যায় না। দুর্বার বেগে এগিয়ে চলেছে কিউবা, এগিয়ে চলেছে চিন। এগিয়ে চলেছে ভিয়েতনাম। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আজ এক ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে। বিজেপির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী ধাঁচের সরকার চলছে। বাড়ছে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, সাম্প্রদায়িক হানাহানি। মৃত্যুর উপত্যকা আজ স্বদেশভূমি। প্রতিদিন রক্তাক্ত হচ্ছে বামপন্থী মানুষ। গণতন্ত্রপ্রিয় আমরা যে মতাদর্শে বিশ্বাস করি, ওরা বারে বারে আঘাত হানার চেষ্টা করছে সেই মতাদর্শের উপর। পারবে না। সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদীদের হাজার চেষ্টাতেও মরচে ধরবে না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মতাদর্শে—মার্কসবাদে। যে আদর্শ-স্বপ্ন-প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন চে, সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ—সারা পৃথিবী তার জন্মভূমি; যার প্রকৃত উত্তরাধিকারী তো তিনিই ছিলেন। নোবেল-জয়ী গ্র্যাব্রিল গার্সিয়া মার্কেজ-র ভাষায়—“এক নীরন্ধ্র আন্তর্জাতিকতাবোধের উৎকৃষ্ট উত্তরাধিকার। ফিদেল বলতেন—“যেখানেই লড়াই—সেখানেই চে’। আর আমাদের এতদিনের লড়াইয়ে-স্বপ্নে-চেতনায় জেগে থাকবে সেই অমোঘ সত্য যা আমাদের মতাদর্শ—বিপ্লবের মতাদর্শ। যে মতাদর্শের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে আজও জেগে আছেন চে—‘চে গুয়েভারার মৃত্যু নেই—বিপ্লবের মৃত্যু নেই’।

ভুত আতঙ্কে আত্মঘাতীপ্রবণ গ্রামে বিজ্ঞান মঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ জুন : ভুতের আতঙ্কে গোটা গ্রামটাই আত্মঘাতীপ্রবণ হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই এক মাসের মধ্যে দু জন যুবক আত্মহত্যা করেছে। আরো কয়েকজন যুবক-যুবতী আত্মহত্যা করবে বলে সুর তুলে দিয়েছে। এই আতঙ্কে কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়ও নিয়েছে। বর্তমানে বাড়িতে বাড়িতে চলছে ওঝা-গুণীনদের ঝাড়ফুঁক ও তাবিজ-কবজ প্রদানের ধুম। এই খবর পাওয়া মাত্র পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিনিধি ও ডাক্তার সমন্বয়ে একটি দল আজ ওই গ্রামে যান এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন, এখানে যেটা চলছে সেটা কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়। এ থেকে গ্রামবাসীদের বেরিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসার ব্যাপারে

তারা সমস্ত রকমের সাহায্য করবে।

ঘটনাটি কালনা থানার অন্তর্গত গ্রামকালনার উত্তর পাড়ায়। এখানকার চার যুবক জয় দাস, জয়ন্ত দাস, শশী পাণ্ডে এবং হারাধন সর্দার এক সঙ্গে ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যায়। সেখান থেকে ফিরে আসার পর মাস খানেক আগে জয় দাস একটি পরিত্যক্ত বাগানবাড়িতে হঠাৎ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকেই বাকি বন্ধুরা বলতে শুরু করে জয় আমাদের ডাকছে, জয় আমাদের গলা টিপে ধরছে। তারই মাঝে ১৩ জুন রাত্রে কোনো পারিবারিক কারণ ছাড়াই জয়ন্ত দাসও গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার আগেই আতঙ্কে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায় অপর বন্ধু হারাধন সর্দার। শশী পাণ্ডে ঘরে বসে ভুল বকতে শুরু করে—এবার আমার পালা, আমাকেও যেতে হবে। এইরকম ভুল বকার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে অন্য যুবক-যুবতীদের মধ্যেও। শুরু হয় গ্রামে ওঝা-গুণীনদের আনাগোনা। চলে ঝাড়ফুঁক, সাথে হাতে গলায় কোমরে বেঁধে দেওয়া হতে থাকে বোঝা বোঝা তাবিজ-কবজ, শিকড়-বাকর।

১৫ জুন বিজ্ঞানকর্মীরা এই গ্রামে হাজির হয়ে স্বচক্ষে দেখলেন শশী পাণ্ডেকে তাবিজ-কবজ পরিয়ে ওঝাকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করানো হচ্ছে। বিজ্ঞানকর্মীদের দেখেই ওঝা দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ে। তারপর খোঁজখবর করেও বিজ্ঞানকর্মীরা তার সন্ধান পায়নি। শশী পাণ্ডে ও তার পরিবারকে বোঝানোর পর বিজ্ঞানকর্মীরা গোটা গ্রামে ঘোরেন। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষকে বোঝান—ভুত বলে কিছু নেই। এসব মানসিক রোগ, চিকিৎসা করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রয়োজনে তাঁরাই সকলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। এই গ্রামের এক প্রবীণ মহিলা ভারতী ঘোষ জানান, এখানকার মানুষ এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে,

—এরপর চারের পাতায়

ভালো ফল করেও দুশ্চিন্তায় সুলতা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৩ জুন : রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ের কাজ করে বাবা আর্থিক অনটনের মধ্যে দিয়ে এবার মাধ্যমিক মেয়ে সুলতা বিশ্বাস পেয়েছে ৬৪৯ নম্বর, দুশ্চিন্তায় পরিবার। পূর্বস্থলীর পারুলিয়া কুলকামিনী হাই স্কুলের ছাত্রী মাধ্যমিকে পেয়েছে প্রথম ভাষায় ৯২, দ্বিতীয় ভাষায় ৮২, গণিতে ৯৪, ভৌতবিজ্ঞানে ৯৮, জীবন বিজ্ঞানে ৯৫, ইতিহাস ৯১, ভূগোলে ৯৭। সুলতা জানায় তার বিজ্ঞান নিয়ে পড়বার ইচ্ছা। আর্থিক অবস্থা তাদের মোটেই ভালো নয়। বাবার সামান্য মজুরিতে কি করে বিজ্ঞান নিয়ে

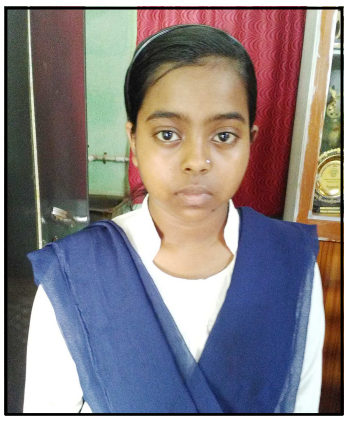

পড়বে! মা গঙ্গা বিশ্বাস সংসারের কাজ করে বাড়িতে তাঁত বোনে—গামছা, লুঙ্গি, কাপড়। মালিকের কাছ থেকে মজুরি চুক্তিতে মজুরি পান, সব দিন কাজ থাকে না। চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে মেয়ের সাফল্য চিন্তায় ফেলেছে পরিবারকে। প্রতিবেশী এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে এতদিন বই খাতা নিয়ে পড়া করেছে। উচ্চমাধ্যমিকে কিভাবে পড়াশুনার খরচ চালাবে তা ভেবে কুল কিনার পাচ্ছে না স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার সাহা বলেন, অভাবী মেধাবীদের পাশে আমরা আছি, ভালো রেজাল্ট করায় স্কুলের সকলে খুশি।

পূর্বস্থলীর আম এবার বাজিমাত করলো বীরভূমেও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ জুন : সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য আম উৎসবের পর বীরভূমেও বাজিমাত করল পূর্বস্থলীর আম। রামপুরহাটে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বীরভূম জেলা আম উৎসবে রাজ্যের ৯টি জেলা অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর তিনটি প্রজাতির আম প্রথম স্থান অধিকার করেছে। প্রজাতিগুলি হল—ল্যাংড়া, আম্রপালি এবং ধোবানি। উল্লেখ্য রাজ্য আম উৎসবে পূর্বস্থলীর আম শুধু সেরা পুরস্কারই জেতেনি, এই আম বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিদের কাছে সমীহ আদায় করে নিয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী মরশুমে পূর্বস্থলীর আম ওই দেশগুলিতে পাড়ি জমাবে। রামপুরহাটে অনুষ্ঠিত আম উৎসবে

অংশগ্রহণ করতে সেখানে যান পূর্বস্থলী থেকে তিনজন আম-কৃষক—নারায়ণ দাস, সুভাষ দত্ত, নিমাই দাস এবং পূর্বস্থলী সংস্কৃতি মঞ্চের কর্ণধার অভিজিৎ চক্রবর্তী। এই অভিজিৎবাবুর নেতৃত্বেই পূর্বস্থলীর পঞ্চাশজন আম-কৃষক সংগঠিত হয়ে চার বছর আগে পূর্বস্থলীতে আম উৎসব রাজ্যের মধ্যে প্রথম শুরু করেছিলেন। তার পরের বছরই রাজ্য আম উৎসব শুরু হয়। এই দাবি করে অভিজিৎবাবু বলেন, কৃষির চরম সংকটে পূর্বস্থলীর কৃষকরা ফুল চাষের পাশাপাশি বাগিচা ফসলের দিকে ঝুঁকেছেন। শ্রম-নিবিড় এই চাষে বারোমাস ক্ষেতমজুরের কাজ থাকে। অন্যান্য জায়গার মতো এখানকার মজুরদের কোনো দিনমজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করতে হয় না। বিশ্ব বাজারে পূর্বস্থলীর আম যাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় আম-কৃষকদের তো সুদিন আসবেই, পাশাপাশি ক্ষেতমজুরদেরও আরো আয়ের সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যেই আম-কৃষকদের নিয়ে মহাসঙ্ঘ তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। এই মহাসঙ্ঘের মাধ্যমেই এখানকার আম বিদেশের মাটিতে পা বাড়াবে।

—প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ-সমাবেশ

টালবাহানা-কালক্ষেপের ফলে সমস্যা বাড়ছে, ফলে বিক্ষোভ বাড়ছে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা সমস্যার সমাধানের জন্য অবিলম্বে প্রতিকারের দাবি জানিয়েছেন। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিত পথে চলে নাগরিক পরিষেবার ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই জারি রাখার আহ্বান জানান বক্তারা। সমাবেশ চলাকালীন ইউনিয়নের এক প্রতিনিধিদল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি সম্বলিত এক স্মারকলিপি জমা দেন। বক্তব্য রেখেছেন বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, ললিত মিশ্র, নবেন্দু বায়েন, প্রকাশতরু চক্রবর্তী, আশিষতরু চক্রবর্তী ও বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি রথীন রায়।

—প্রথম পাতার পর

ভূগোল নিয়ে পড়তে চায়

ছোটা ছেলে মেয়েকে পড়াতে হয়। তারই মধ্যে কোনো রকমে দিন গুজরান। অভাবের সংসারে ছোট ভাই সৌভিক নবম শ্রেণিতে পড়ে। সুজয়ের অদম্য ইচ্ছা ভূগোল নিয়ে পড়তে চায়। তার স্বপ্ন খেতমজুর পরিবারের ঘুম কেড়েছে।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ব্রাজিলে। ১২ জুন, ৩২টি দেশ। ২। রাশিয়ায়, ১৪ জুন, ২০১৮, রাশিয়া-সৌদি আরব দল। ৩। ১৭৫৭ সালের ১৩ জুন, ১ হাজার ইউরোপীয়, দুহাজার ভারতীয় সৈন্য এবং ৮টি কামান। ৪। ১৯৪০ সালের ১৩ জুন, তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ডায়ারকে লন্ডনে ১৩ মার্চ ১৯৪০ হত্যা করেছিলেন। ৫। জাপানে ২০১৬ সালের ১৩ জুন। এখানে রিসেপসনিস্ট থেকে সাফাইকর্মী সবাই রোবট। ৬। ১৪ জুন, বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার, জন্ম ১৮৬৮ সালের ১৪ জুন। রক্তের গ্রুপ। ৭। হাইনরিখ লুই দ্য আরস্ট। ১৮৭৫ সালের ১৪ জুন। ৮। ১৯৬৯ সালের ১৪ জুন। ৯। ১৯৯১ সালের ১৪ জুন। ১০। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক টমাস হ্যাকলে ওয়েনার, জন্ম ১৯১৫ সালের ১৫ জুন, ১৯৫৪ সালে। ১১। ১৮৫৮ সালের ১৬ জুন, ফাঁসি ১৮.৪.১৯৫৯। ১২। ১৮৪৩ সালের ১৮ জুন।

অবস্থান বিক্ষোভ

—প্রথম পাতার পর

সরকার ঘোষণা করছে—মানুষের জন্য আচ্ছে দিন আনবে। অথচ পেট্রোপণ্যের সর্বকালীন রেকর্ড ছাপিয়ে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে। আর রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারটাই হরণ করে নিয়েছে। মানুষ তার নিজের ভোট নিজে দিতে পারছেন না। নিজের বক্তব্য পেশ করতে পারছেন না। এক কথায় কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতনের ফাঁস সাধারণ মানুষের গলায় চেপে বসেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে গেলে চুপ করে ঘরে বসে থাকলে হবে না। সবাইকে সংগঠিত হয়ে এই অন্যায়, এই জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে নামতে হবে। এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

গ্রামে বিজ্ঞান মঞ্চ

—তিনের পাতার পর

গাছতলায় ঝুড়ি ঝুড়ি পাকা আম পড়ে থাকলেও কেউ কুড়োচ্ছে না। এদিনকার এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য আশুতোষ পাল, শিক্ষকরত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক তাপস কার্ফা, কালনা মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই প্রমুখ।

ঐতিহাসিক সমাজবাড়িতে আগুন কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ জুন : কালনা শহরের ঐতিহাসিক সমাজবাড়িতে জমা করে রাখা খড়ের পালুইয়ে আজ দুপুরে আগুন লাগে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই কালনা দমকল বাহিনীর দুটি গাড়ি এসে দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। বাংলায় বর্গী আক্রমণের সময়ে বর্ধমান রাজারা তাদের পারিবারিক দাহঘাট দাঁইহাট থেকে কালনায় স্থানান্তর করেন। তখনই কালনা শহরে এই সমাজবাড়িটি নির্মিত হয়। এই সমাজবাড়ি চত্বরে বর্ধমান মহারাজাদের বেশ কয়েকটি সুদৃশ্য স্মৃতিমন্দিরও তৈরি হয়। কিন্তু কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই। বর্ধমানরাজারাও আর যেমন নেই, তেমনি কালনা সমাজবাড়িও আর তাদের দখলে নেই। বর্ধমান মহারাজদের কালনার সমাজবাড়িটাই সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। বসবাস চলছে সেখানে। খুব সম্প্রতি নিভুজিবাজার এলাকা থেকে আশা ফারদৌল্লা সেখ নামের এক বক্তি সমাজবাড়ির একাংশ ক্রয় করে সপরিবারে বসবাস করছেন। তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার খড় কিনে মজুত করেছিলেন। আশা ফারদৌলার দাবি এদিন দুপুরে তিনি শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ দেখি খড়ের পালুই দাউ দাউ করে জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গেই দমকলকে খবর দিই। কি করে আগুন লাগলো বলতে পারবো না। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ—এক সময় নির্জন সমাজবাড়িতে মদ জুয়া গাঁজার ঠেক বসতো। নতুন বাসিন্দা এসে যাওয়ায় অসুবিধা ঘটছে। তাই এই আগুন। কি করে আগুন লাগলো পুলিশ খতিয়ে দেখছে বলে জানান কালনার এক পুলিশ অফিসার।

রক্তদাতাদের গাছের চারা প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ জুন : কালনা মহকুমা হাসপাতালে আজ বিশ্ব রক্তদান দিবস পালিত হয় রক্তদান শিবিরের মধ্যে দিয়ে। আর এই শিবিরকে স্মরণীয় করে রাখতে ৬০জন রক্তদাতার হাতেই তুলে দেওয়া হয় গাছের চারা। কালনা মহকুমা হাসপাতাল সুপার ডাঃ

কৃষ্ণচন্দ্র বড়াই গাছের চারাগুলি তুলে দিয়ে বলেন, রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উপর চাপ দেওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও আমি এই গাছের চারাগুলি রক্তদাতাদের হাতে তুলে দিলাম। কারণ এই শিবিরে ৬০ জন রক্তদাতার দান করা রক্তে যেমন মানুষের জীবন বাঁচবে, তেমনি এই চারাগাছগুলি বড় হয়ে পরিবেশ রক্ষা করে পরোক্ষে সমাজের উপকারেই লাগবে। আমি রক্তদাতাদের অনুরোধ করছি চারাগাছগুলি নিজেরাই লালনপালন করে বড় করে তুলবেন। রক্তদান করে যেমন জীবন দান করার মতো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তেমনি এই চারাগুলির সাহায্যে পরিবেশ বজায় রেখে অপর একটি মহৎ কাজ সাধন করা হবে। সমাজের জন্য ডবল উপহার। ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার এ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান জেলার সমন্বয় কমিটির কালনা শাখার পক্ষ থেকে এই শিবিরে রক্তদানের ব্যবস্থা করা হয়।

আধিকারিক হতে চায় সুরজিৎ, বাধা অর্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ জুন : বাবা-মায়ের ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো হয়ে উঠেছে সুরজিৎ মাতব্বর। সম্পূর্ণ দিনমজুর পরিবারের এই সুরজিৎ উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৮২ নম্বর তুলে রাজ্যে নবম স্থান দখল করেছে। তার স্বপ্ন হচ্ছে স্নাতক করে আই.এ.এস প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসে উত্তীর্ণ হওয়া। একজন প্রশাসনিক কর্তা পদে বসে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু স্বপ্ন পূরণের একমাত্র অন্তরায় হচ্ছে অর্থ। কালনা অম্বিকা মহিষমর্দ্দিনী উচ্চ বিদ্যালয়ের এই ছাত্রের বাড়ি কালনা থানার উত্তর গোয়ারা গ্রামে। বাবা ঝন্টা মাতব্বর দিনমজুর এবং মা বিউটি মাতব্বর গৃহবধূ। ঝন্টু মাতব্বরের একমাত্র রোজগারে চলে না বলে মাঝে মাঝে সুরজিৎ ও তার কলেজ পড়ুয়া দাদা বিক্রমকেও জনমজুরের কাজে যেতে হয়। টালির ছাউনি ও দরমার বেড়ার ঘর তাদের। বর্ষাকালে ঘর দিয়ে জল পড়ে। বইপত্র বাঁচাতে পলিথিন দিয়ে ঢাকতে হয়।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা